Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## Islami Family Law : অধিকার, দায়িত্ব ও সমাধান


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেরুন নেছা

রোলঃ 23100121116


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## Islami Family Law : অধিকার, দায়িত্ব ও সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেরুন নেছা

রোলঃ 23100121116

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " Islami Family Law : অধিকার, দায়িত্ব ও সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মেহেরুন নেছা, আইডিঃ 23100121116 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " Islami Family Law : অধিকার, দায়িত্ব ও সমাধান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেহেরুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**মেহেরুন নেছা**

আইডিঃ 23100121116

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা: ..... 1

১.ইসলামে পরিবারের পরিচয়ও গুরুত্ব: ..... 2

২. ইসলামী পারিবারিক আইনের উৎস: ..... 7

৩. বিবাহের পরিচয় ও উদ্দেশ্য: ..... 11

৫. বিবাহের শর্ত ও রুকন ..... 20

৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ..... 23

৭. সন্তানের অধিকার ও অভিভাবকের দায়িত্ব ..... 27

৮. ভালোবাসা ও স্নেহ পাওয়ার অধিকার ..... 30

৯. পারিবারিক বিরোধ ও সমাধান ..... 32

১০. তালাকের বিধান ..... 36

১১. খুলা ও ফাসখ ..... 42

১২. উত্তরাধিকার আইন ..... 46

১৩. বহুবিবাহ: বিধান ও বাস্তবতা ..... 51

১৪.আধুনিক সমাজে পারিবারিক সমস্যা ..... 54

১৫.ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য ..... 57

উপসংহার : ..... 60

# ভূমিকা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবন মানুষের সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সুস্থ পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই ইসলামে পরিবারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, সন্তানের লালন-পালন, উত্তরাধিকার, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিধান প্রদান করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সমাজে পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লেও ইসলাম পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়। ইসলামী Family Law মূলত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই আইন শুধু পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন—
“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”
— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বিবাহ ও পারিবারিক জীবন ইসলামে শান্তি, ভালোবাসা ও রহমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—
“তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”
— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯
এখানে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান ও সুন্দর আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”
— সহিহ বুখারি
এই হাদিস পারিবারিক জীবনে উত্তম চরিত্র ও দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব প্রকাশ করে।
আরেকটি হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন—
“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”
— সহিহ ইবনে মাজাহ

Islami Family Law মানুষের পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান সমাজে পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, অধিকার লঙ্ঘন এবং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে ইসলামী পারিবারিক আইনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই থিসিসে Islami Family Law-এর বিভিন্ন দিক, এর বিধান, উদ্দেশ্য এবং সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

## ১.ইসলামে পরিবারের পরিচয়ও গুরুত্ব:

পরিবার মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন, মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মানুষ জন্মের পর সর্বপ্রথম পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করে এবং এখান থেকেই তার চরিত্র, নৈতিকতা, শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো একটি আদর্শ পরিবার। পরিবার যদি সুস্থ, নৈতিক ও ইসলামী আদর্শে গঠিত হয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রও সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হয়।
ইসলাম পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম শুধু ইবাদত-বন্দেগির ধর্ম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামে পরিবার হলো ভালোবাসা, দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধের কেন্দ্র। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে।
পরিবারের পরিচয়

পরিবার বলতে সাধারণত স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এবং নিকট আত্মীয়দের সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। ইসলামী দৃষ্টিতে পরিবার কেবল রক্তের সম্পর্ক নয়; বরং এটি একটি পবিত্র বন্ধন, যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়।
বিবাহের মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে মানবজাতির বংশধারা সংরক্ষিত থাকে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কারণ পরিবার থেকেই মানুষ আদব-আখলাক, ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—
“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।”
— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১
এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানবজাতির সূচনা পরিবার থেকেই হয়েছে। পরিবার মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি।
ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব
*পরিবার আল্লাহর একটি মহান নিয়ামত:
পরিবার মানুষের জীবনে শান্তি, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। মানুষ পরিবারে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”
— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১
এই আয়াতে পরিবারকে আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা ও দয়া।
* পরিবার সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি:
একটি ভালো পরিবার থেকেই একটি ভালো সমাজ গড়ে ওঠে। পরিবারে সন্তানরা নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহিহ মুসলিম

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, পরিবার পরিচালনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত।

*পরিবার চরিত্র গঠনের প্রথম শিক্ষালয়:

সন্তানের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকে। পিতা-মাতা সন্তানের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬

এই আয়াতের মাধ্যমে পরিবারকে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতায় গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

*পরিবারে পিতা-মাতার মর্যাদা:

ইসলাম পিতা-মাতাকে অত্যন্ত সম্মান দিয়েছে। তাদের সেবা ও আনুগত্যকে ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।”

— সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩

আরও বলা হয়েছে—

“তাদের প্রতি দয়ার সাথে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো— হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”

— সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৪

এই আয়াতগুলোতে পিতা-মাতার মর্যাদা ও তাদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

* স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার:

ইসলামে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের প্রতি পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।”

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৭

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর গভীর সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে—

“নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”

— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিজি

*সন্তান লালন-পালনে পরিবারের ভূমিকা:

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা ও উত্তম চরিত্রে গড়ে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তুলতে হবে।

*আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা:

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ু বরকতময় হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

— সহিহ বুখারি

পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সমাজে ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করে।

*পরিবার মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে

বিবাহ ও পরিবার মানুষকে অশ্লীলতা ও অবৈধ সম্পর্ক থেকে রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটি দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”

— সহিহ বুখারি

এখানে বিবাহ ও পরিবারের মাধ্যমে নৈতিকতা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

*পরিবারে শান্তি ও মানসিক নিরাপত্তা:

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশান্তির স্থান হলো পরিবার। পরিবার মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে এবং মানসিক শক্তি প্রদান করে।

ইসলাম পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ, নির্যাতন ও অবিচার নিষিদ্ধ করেছে। বরং ক্ষমা, সহনশীলতা ও সদাচরণের শিক্ষা দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে সদাচরণ ও তাকওয়াকে সহযোগিতা করো।”

— সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ২

বর্তমান সমাজে পরিবারের গুরুত্ব

বর্তমান যুগে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা এবং সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয় সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর সমাধান প্রদান করে।

ইসলাম পরিবারে দায়িত্ববোধ, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দেয়। যদি পরিবার ইসলামের আলোকে পরিচালিত হয়, তাহলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

# ২. ইসলামী পারিবারিক আইনের উৎস:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিবারকে কেন্দ্র করেই সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলাম পারিবারিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। বিবাহ, তালাক, ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকার, সন্তান প্রতিপালন, আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় ইসলামী পারিবারিক আইনের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী পারিবারিক আইন মানুষের তৈরি কোনো আইন নয়; বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। এই আইন মূলত কয়েকটি প্রধান উৎসের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহর যেসব উৎস থেকে পারিবারিক আইন নির্ধারিত হয়, সেগুলোকে ইসলামী পারিবারিক আইনের উৎস বলা হয়।

ইসলামী পারিবারিক আইনের প্রধান উৎস চারটি—

ক) কুরআন

খ) সুন্নাহ বা হাদিস

গ) ইজমা

ঘ) কিয়াস

এছাড়াও কিছু সহায়ক উৎস রয়েছে, যেমন— ইজতিহাদ, উরফ (প্রচলিত রীতি), মাসলাহা ইত্যাদি।

(ক) কুরআন — ইসলামী পারিবারিক আইনের প্রধান উৎস

পবিত্র কুরআন ইসলামী শরিয়াহর সর্বপ্রথম ও প্রধান উৎস। ইসলামী পারিবারিক আইনের অধিকাংশ বিধান কুরআনে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য কুরআনে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, নারীর অধিকার, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা।”

— সূরা আন-নাহল, আয়াত ৮৯

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানবজীবনের প্রয়োজনীয় বিধান কুরআনে বিদ্যমান।

কুরআনে বিবাহ সম্পর্কিত বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদের বিবাহ সম্পন্ন করো।"

— সূরা আন-নূর, আয়াত ৩২

এই আয়াতে বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম বিবাহকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে গণ্য করে।

আরও বলা হয়েছে—

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১

এই আয়াতে ইসলামী পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে ভালোবাসা ও শান্তির কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে তালাক সম্পর্কিত বিধান

ইসলাম তালাককে অপছন্দ করলেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বৈধ করেছে। কুরআনে তালাকের নিয়ম ও সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তালাক দু'বার। এরপর হয় সুন্দরভাবে স্ত্রীকে রেখে দেবে, নয়তো সদ্ভাবে বিদায় দেবে।"

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২২৯

আরও বলা হয়েছে—

"আর যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতের নিকট পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দাও অথবা সুন্দরভাবে বিদায় দাও।"

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৩১

এই আয়াতগুলোতে তালাকের ক্ষেত্রেও মানবিক আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান

ইসলাম উত্তরাধিকার আইনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন— এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।”

— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১

এই আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি।

(খ) সুন্নাহ বা হাদিস — ইসলামী পারিবারিক আইনের দ্বিতীয় উৎস

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে সুন্নাহ বা হাদিস বলা হয়। কুরআনের পর ইসলামী আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো সুন্নাহ। কুরআনের অনেক বিধানের ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহিহ বুখারি

এই হাদিসে বিবাহের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস ইসলামী পারিবারিক জীবনে সুন্দর আচরণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সন্তানের অধিকার সম্পর্কে হাদিস

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ

এই হাদিস সন্তান প্রতিপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব নির্দেশ করে।

(গ) ইজমা — ইসলামী পারিবারিক আইনের তৃতীয় উৎস

Islamic Jurisprudence

ইজমা বলতে ইসলামের কোনো যুগের মুজতাহিদ আলেমদের ঐকমত্যকে বোঝায়। কুরআন ও হাদিসে সরাসরি কোনো বিষয়ে স্পষ্ট বিধান না থাকলে আলেমগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইজমা ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কারণ এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখে এবং নতুন সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক পারিবারিক বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী ফকিহগণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, যা ইসলামী পারিবারিক আইনের অংশে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) কিয়াস — ইসলামী পারিবারিক আইনের চতুর্থ উৎস

কিয়াস অর্থ তুলনা বা অনুমান। কুরআন ও হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই এমন নতুন সমস্যার সমাধান পূর্ববর্তী বিধানের সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করাকে কিয়াস বলা হয়।

ইসলামী সমাজে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে কিয়াসের প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, DNA পরীক্ষার মাধ্যমে বংশ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে ফকিহগণ কিয়াসের মাধ্যমে বিধান প্রদান করেছেন।

(ঙ) ইজতিহাদ — সহায়ক উৎস

ইজতিহাদ বলতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গভীর চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধান বের করাকে বোঝায়।

বর্তমান যুগে আধুনিক পারিবারিক সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(চ) উরফ বা সমাজের প্রচলিত রীতি

ইসলামের মূলনীতির বিরোধী না হলে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিও ইসলামী আইনের সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

যেমন— বিবাহের কিছু সামাজিক প্রথা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন হতে পারে, তবে তা ইসলামের বিরোধী না হলে গ্রহণযোগ্য।

ইসলামী পারিবারিক আইনের বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহ প্রদত্ত আইন

ইসলামী পারিবারিক আইন মানুষের রচিত নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

এ আইনে নারী, পুরুষ, শিশু ও আত্মীয়দের সকলের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে।

৩. ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা

ইসলাম পরিবারে দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

৪. মানবকল্যাণমূলক

এ আইন মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

বর্তমান সমাজে ইসলামী পারিবারিক আইনের গুরুত্ব

বর্তমান যুগে পারিবারিক ভাঙন, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর অধিকার লঙ্ঘন, বৃদ্ধ পিতা-মাতার অবহেলা এবং সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী পারিবারিক আইন এসব সমস্যার কার্যকর সমাধান প্রদান করে।

ইসলামী আইন পরিবারে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠা করে। যদি সমাজে ইসলামী পারিবারিক আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়, তাহলে পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

## ৩. বিবাহের পরিচয় ও উদ্দেশ্য:

বিবাহ মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সকল সমাজে বিবাহের প্রচলন থাকলেও ইসলাম বিবাহকে শুধু সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে ইবাদত, নৈতিকতা রক্ষা এবং মানবজাতির বংশধারা সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থা এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। মানুষ একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা, মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিবাহ অপরিহার্য। ইসলামে বিবাহকে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অবিবাহিত জীবনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তি, ভালোবাসা ও দয়া প্রতিষ্ঠা করা।

বিবাহের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

আরবি "নিকাহ" শব্দের অর্থ হলো মিলন, সংযুক্তি বা একত্রিত হওয়া। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্ত অনুযায়ী একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনকে বিবাহ বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় বিবাহ

ইসলামী আইন অনুযায়ী বিবাহ এমন একটি বৈধ চুক্তি, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

বিবাহ শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়; বরং এটি একটি পবিত্র সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন।

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

"বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

— সহিহ বুখারি

এই হাদিসে বিবাহের গুরুত্ব এবং ইসলামে এর মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

ইসলাম বিবাহকে মানুষের চরিত্র, সমাজ ও নৈতিকতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং পরিবার থেকেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

"যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করল, তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করল।"

— সহিহ মুসলিম

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, বিবাহ মানুষের ঈমান ও নৈতিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিবাহের উদ্দেশ্য

ইসলামে বিবাহের বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। নিচে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

ক. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

ইসলামে বিবাহ একটি ইবাদত। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদের বিবাহ সম্পন্ন করো।”

— সূরা আন-নূর, আয়াত ৩২

এই আয়াতে বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

খ. মানব বংশধারা সংরক্ষণ

বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বৈধ উপায়ে মানবজাতির বংশধারা সংরক্ষণ করা।

ইসলাম অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং বৈধ পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং খুবই নিকৃষ্ট পথ।”

— সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩২

বিবাহ মানুষকে এই পাপ থেকে রক্ষা করে।

গ. চরিত্র ও নৈতিকতা রক্ষা

বিবাহ মানুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখে এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটি দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”

— সহিহ বুখারি

এই হাদিসে বিবাহের নৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ. শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন

মানুষের জীবনে মানসিক শান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী ও শান্তির উৎস হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।”

— সূরা আর-রূম, আয়াত ২১

বিবাহিত জীবন মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং মানসিক স্থিরতা প্রদান করে।

ঙ. পরিবার গঠন ও সমাজ রক্ষা

বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং পরিবার থেকেই একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিবার মানুষের প্রথম শিক্ষালয়। সন্তান পরিবার থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ শিখে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছে।

চ. পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা সৃষ্টি

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা, দয়া ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।”

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৭

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পারস্পরিক সুরক্ষা, সম্মান ও ভালোবাসার প্রতীক।

ছ. সন্তান প্রতিপালন ও আদর্শ প্রজন্ম গঠন

বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং একটি আদর্শ পরিবারে তারা সুশিক্ষা ও নৈতিকতা অর্জন করে।

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাই তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬

জ. সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা

বিবাহ সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। অবৈধ সম্পর্ক, ব্যভিচার ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যেখানে বিবাহ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়, সেখানে সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ইসলাম তাই বৈধ বিবাহ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

ঝ. নারী ও পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ

বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার নিশ্চিত হয়। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”

— সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৯

এই আয়াতে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী বিবাহের বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি পবিত্র বন্ধন

বিবাহ শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং ধর্মীয় ও নৈতিক বন্ধন।

২. পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ব

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত।

৩. নৈতিকতা রক্ষাকারী ব্যবস্থা

বিবাহ মানুষকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।

৪. পরিবার ও সমাজ গঠনের মাধ্যম

বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার ও সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে।

বর্তমান সমাজে বিবাহের গুরুত্ব

বর্তমান যুগে অবৈধ সম্পর্ক, বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী বিবাহ মানুষকে দায়িত্বশীল, নৈতিক ও পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। যদি সমাজে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বিবাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

৪. পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন:

বিবাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বিধান। একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য সঠিক পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। কারণ বিবাহ শুধু দু'জন মানুষের মিলন নয়; বরং দুটি পরিবার, দুটি জীবন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সম্পর্কিত। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

ইসলাম পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম সৌন্দর্য, সম্পদ বা বংশমর্যাদার চেয়ে দ্বীনদারিতা, চরিত্র ও নৈতিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর সৎ নারীরা সৎ পুরুষদের জন্য এবং সৎ পুরুষরা সৎ নারীদের জন্য।"

— সূরা আন-নূর, আয়াত ২৬

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, একজন নেককার ও চরিত্রবান মানুষের জন্য নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা উচিত।

পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের পরিচয়

পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন বলতে বিবাহের জন্য উপযুক্ত ছেলে ও মেয়ে নির্বাচন করাকে বোঝায়। ইসলামে এ নির্বাচন শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য বা সম্পদের ভিত্তিতে নয়; বরং ঈমান, চরিত্র, দ্বীনদারিতা, আচার-আচরণ ও পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

একজন ভালো জীবনসঙ্গী মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি ও নৈতিক উন্নতির কারণ হয়। অন্যদিকে ভুল নির্বাচন পারিবারিক জীবনে দুঃখ ও অশান্তির কারণ হতে পারে।

ইসলামে পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের গুরুত্ব

ইসলাম বিবাহের পূর্বে সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ একটি আদর্শ পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো সৎ ও দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

"নারীকে চারটি বিষয়ের কারণে বিবাহ করা হয়— তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারিতা। অতএব তুমি দ্বীনদার নারীকে প্রাধান্য দাও, তবেই তুমি সফল হবে।"

— সহিহ বুখারি

এই হাদিসে দ্বীনদারতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

১. দ্বীনদারিতা ও তাকওয়া

ইসলামে পাত্র নির্বাচনের সর্বপ্রথম শর্ত হলো দ্বীনদারিতা। একজন আল্লাহভীরু ও নেককার ব্যক্তি স্ত্রী ও পরিবারের হক যথাযথভাবে আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করো। যদি তা না করো, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিসে দ্বীন ও চরিত্রকে পাত্র নির্বাচনের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. উত্তম চরিত্র

ভালো চরিত্র একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। একজন বদমেজাজি, অত্যাচারী বা অসৎ মানুষ পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

ইসলাম সত্যবাদিতা, নম্রতা, দয়া ও উত্তম আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

৩. দায়িত্বশীলতা

একজন পাত্রের মধ্যে পরিবার পরিচালনার যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ থাকা জরুরি। স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই তার মধ্যে পরিপক্কতা, উপার্জনের সামর্থ্য ও নেতৃত্বের গুণ থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

— সহিহ মুসলিম

৪. হারাম থেকে বেঁচে থাকা

যে ব্যক্তি হারাম কাজ, মাদক, জুয়া বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে, সে একজন উত্তম স্বামী হতে পারে না।

ইসলামে নেক ও পবিত্র জীবনযাপনকারী মানুষকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে।

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে

১. দ্বীনদারিতা

ইসলামে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বীনদারিতাকে। একজন দ্বীনদার স্ত্রী পরিবারকে ইসলামী আদর্শে পরিচালিত করতে সাহায্য করে এবং সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“দুনিয়া ভোগের বস্তু, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।”

— সহিহ বুখারি

২. উত্তম চরিত্র ও লজ্জাশীলতা

ইসলামে নারীর লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্রকে অত্যন্ত মূল্যবান গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

একজন সচ্চরিত্র নারী পরিবারে শান্তি ও মর্যাদা বজায় রাখে।

৩. সন্তান প্রতিপালনের যোগ্যতা

একজন আদর্শ স্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতায় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাই পাত্রী নির্বাচনের সময় তার আচার-আচরণ, শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ বিবেচনা করা উচিত।

৪. পারিবারিক পরিবেশ

ভালো পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সাধারণত ভালো মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামে পরিবার ও বংশের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তবে তা দ্বীনদারিতার পরে।

কোরআনের আলোকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।”

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২২১

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমান ও আকীদাকে বিবাহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

আরও বলা হয়েছে—

“পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য।”

— সূরা আন-নূর, আয়াত ২৬

এখানে চরিত্র ও নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর একে অপরকে দেখা

ইসলাম বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর একে অপরকে দেখাকে বৈধ করেছে, যাতে পরবর্তীতে অনুতাপ না হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

“তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ এটি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা স্থায়ী হওয়ার অধিক উপযুক্ত।”

— সুনানে আবু দাউদ

ইসলামে যেসব বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে নিষেধ করা হয়েছে

ইসলাম শুধুমাত্র ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনকে সমর্থন করে না।

কারণ এসব জিনিস সাময়িক; কিন্তু দ্বীনদারিতা ও চরিত্র স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনে।

বর্তমানে অনেক পরিবার দ্বীনদারিতার চেয়ে অর্থ ও চাকরিকে বেশি গুরুত্ব দেয়, যার ফলে অনেক সময় পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সমাজে সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচনের গুরুত্ব

বর্তমান যুগে বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো ভুল জীবনসঙ্গী নির্বাচন।

যদি ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বীনদার ও চরিত্রবান পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন করা হয়, তাহলে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

# ৫. বিবাহের শর্ত ও রুকন

ইসলামে বিবাহ (নিকাহ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও সামাজিক চুক্তি। এটি মানুষের চরিত্র রক্ষা, বংশ বিস্তার, পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকে পবিত্র রাখার অন্যতম মাধ্যম। কুরআন ও হাদিসে বিবাহের জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত (শরত) ও রুকন (মূল উপাদান) নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো পূরণ না হলে বিবাহ সহীহ হয় না।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”
— সূরা আর-রূম : ২১
বিবাহের শর্ত সমূহ

১. পাত্র-পাত্রীর সম্মতি
ইসলামে জোরপূর্বক বিবাহ বৈধ নয়। পাত্র ও পাত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা আবশ্যক।
রাসূল ﷺ বলেন—
“কোনো বিধবা নারীকে তার পরামর্শ ছাড়া এবং কোনো কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।”
— সহীহ বুখারী, হাদিস : ৫১৩৬
কুমারীর অনুমতির ব্যাপারে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ বলেন—
“তার নীরবতাই তার সম্মতি।”
— সহীহ মুসলিম
এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীর মতামতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।
২. অভিভাবক (ওলি) থাকা
বিশেষ করে নারীর বিবাহে ওলির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।
রাসূল ﷺ বলেন—
“ওলি ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।”
— সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২০৮৫

ওলি সাধারণত পিতা, দাদা, ভাই বা নিকট আত্মীয় হয়ে থাকেন। ওলির দায়িত্ব হলো উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন ও কন্যার কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৩. সাক্ষীর উপস্থিতি

বিবাহ গোপনে করা ইসলামে নিরুৎসাহিত। এজন্য অন্তত দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম সাক্ষী থাকা জরুরি।

রাসূল ﷺ বলেন—

"ওলি ও দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।"

— বায়হাকী

সাক্ষী থাকার মাধ্যমে বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যৎ বিরোধ কমে যায়।

৪. মোহর নির্ধারণ

মোহর হলো স্ত্রীর অধিকার। এটি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ বা অর্থ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর আনন্দের সাথে প্রদান কর।"

— সূরা আন-নিসা : ৪

মোহর কম বা বেশি যেকোনো হতে পারে, তবে তা সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া উচিত।

রাসূল ﷺ বলেন—

"সর্বোত্তম বিবাহ হলো যে বিবাহে খরচ কম।"

— মুসনাদে আহমাদ

৫. বৈধতা ও নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া

যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন..."

— সূরা আন-নিসা : ২৩

এ আয়াতে বিবাহ হারাম এমন নারীদের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. ইজাব ও কবুল

বিবাহের সময় একপক্ষ থেকে প্রস্তাব (ইজাব) এবং অন্যপক্ষ থেকে গ্রহণ (কবুল) স্পষ্ট ভাষায় হতে হবে।

যেমন—

“আমি তোমার সাথে আমার মেয়ের বিবাহ দিলাম।”

“আমি গ্রহণ করলাম।”

এটি বিবাহের মূল চুক্তিকে প্রকাশ করে।

বিবাহের রুকন (মূল উপাদান)

১. স্বামী

যিনি বিবাহের চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন। তার মুসলিম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবাহের যোগ্য হওয়া জরুরি।

২. স্ত্রী

যার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাকে বৈধ হতে হবে অর্থাৎ শরীয়তে নিষিদ্ধ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না।

৩. ওলি

নারীর পক্ষ থেকে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য ওলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওলি নারীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করেন।

৪. সাক্ষী

দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী বিবাহের বৈধতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করেন।

৫. ইজাব ও কবুল

এটি বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন। ইজাব ও কবুল ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ফকীহগণ বলেন, ইজাব ও কবুল একই বৈঠকে এবং পরিষ্কার ভাষায় হতে হবে।

বিবাহের শর্ত ও রুকনের গুরুত্ব

১. পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

২. নারী-পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩. বংশধারা পবিত্র রাখে।

৪. সামাজিক বিশৃঙ্খলা কমায়।

৫. ইসলামী সমাজব্যবস্থা সুদৃঢ় করে।

ইসলামে সহজ বিবাহের উৎসাহ

ইসলাম জাঁকজমকপূর্ণ ও কষ্টকর বিবাহকে নিরুৎসাহিত করেছে। সহজ ও বরকতময় বিবাহের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন—

“সবচেয়ে বরকতময় বিবাহ হলো যে বিবাহ সবচেয়ে সহজ।”

— মুসনাদে আহমাদ

## ৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

“তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।”

— সূরা আল-বাকারা : ১৮৭

এই আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নিরাপত্তা, সৌন্দর্য, সম্মান ও শান্তির মাধ্যম।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১. ভরণ-পোষণের অধিকার

স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে।”

— সূরা আত-তালাক : ৭

আরও বলেন—

“মায়েদের খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর, নিয়ম অনুযায়ী।”

— সূরা আল-বাকারা : ২৩৩

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের উত্তমভাবে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করবে।”

— সহীহ মুসলিম

২. সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার

স্ত্রীর সাথে কোমল ও সুন্দর আচরণ করা ইসলামের নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।”

— সূরা আন-নিসা : ১৯

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”

— সুনানে তিরমিযি

তিনি নিজেও স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করতেন।

৩. নিরাপত্তা ও সম্মান প্রদান

স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর মান-মর্যাদা রক্ষা করা এবং তাকে নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করা।

রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন—

“নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।”

— সহীহ মুসলিম

৪. স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার রক্ষা

যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তবে সকলের মাঝে ন্যায়বিচার করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা যদি ন্যায়বিচার করতে না পারো তবে একটিই যথেষ্ট।”

— সূরা আন-নিসা : ৩

৫. দ্বীনি শিক্ষা প্রদান

স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং দ্বীনের পথে সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

১. স্বামীর আনুগত্য করা

যেসব বিষয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা নেই, সেসব বিষয়ে স্বামীর বৈধ নির্দেশ মানা স্ত্রীর কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“সৎ নারীরা অনুগত থাকে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হেফাজতে গোপন বিষয়ের হেফাজত করে।”

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

রাসূল ﷺ বলেন—

“যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলা হবে।”

— মুসনাদে আহমাদ

২. স্বামীর সম্পদ ও সম্মান রক্ষা

স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর সম্পদ, ঘর ও সম্মান সংরক্ষণ করা।

রাসূল ﷺ বলেন—

“নারী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক এবং সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

— সহীহ বুখারী

৩. বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষা

স্ত্রীর উচিত স্বামীর বৈধ চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দর রাখা।

রাসূল ﷺ বলেন—

“যখন স্বামী তার স্ত্রীকে শয্যার দিকে আহ্বান করে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ করতে থাকে।”

— সহীহ বুখারী

৪. স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মানকে গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন—

“আমি যদি কাউকে অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতাম।”

— সুনানে তিরমিযি

এই হাদিস দ্বারা স্বামীর মর্যাদা বোঝানো হয়েছে, যদিও ইসলামে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

১. ভালোবাসা ও দয়া

উভয়ের উচিত পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রূম : ২১

২. গোপনীয়তা রক্ষা

স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

রাসূল ﷺ বলেন—

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে স্ত্রী-সহবাসের গোপন বিষয় প্রকাশ করে।"

— সহীহ মুসলিম

৩. পারস্পরিক সহযোগিতা

পরিবার পরিচালনায় উভয়ের একে অপরকে সহযোগিতা করা উচিত।

রাসূল ﷺ নিজ ঘরের কাজেও স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

"রাসূল ﷺ ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।"

— সহীহ বুখারী

৪. ক্ষমা ও সহনশীলতা

দাম্পত্য জীবনে ভুলত্রুটি ক্ষমা করা ও ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল ﷺ বলেন—

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্যটি পছন্দ করবে।"

— সহীহ মুসলিম

ইসলামী পরিবার ব্যবস্থায় পারস্পরিক অধিকারের গুরুত্ব

১. পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

২. দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ় করে।

৩. সন্তানদের সুন্দর পরিবেশে বড় হতে সাহায্য করে।

৪. সমাজে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৫. পারিবারিক কলহ ও বিচ্ছেদ কমায়।

# ৭. সন্তানের অধিকার ও অভিভাবকের দায়িত্ব

ইসলামে সন্তান আল্লাহ তাআলার এক মহান নিয়ামত ও আমানত। সন্তান জন্মের পর থেকে তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও দ্বীনি শিক্ষার দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর অর্পিত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে সন্তানের অধিকার এবং অভিভাবকের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার জন্য পরিবারই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।”

— সূরা আল-কাহফ : ৪৬

আরও বলেন—

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা করা পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইসলামে সন্তানের মর্যাদা

ইসলাম সন্তানকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছে। জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে অবহেলা ও জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। ইসলাম সেই অমানবিক প্রথা বন্ধ করে সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে রিযিক দিই।”

— সূরা আল-ইসরা : ৩১

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সন্তানের অধিকারসমূহ

১. জন্মের পর সুন্দর নাম রাখার অধিকার

সন্তানের জন্য সুন্দর ও অর্থবহ নাম নির্বাচন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেন—

“কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে। অতএব তোমরা সুন্দর নাম রাখো।”

— সুনানে আবু দাউদ

ইসলামে নবী-রাসূল, সাহাবী ও সৎ ব্যক্তিদের নামে নাম রাখাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

২. বংশ পরিচয়ের অধিকার

সন্তানকে তার প্রকৃত পিতা-মাতার পরিচয়ে পরিচিত করা ইসলামের নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের নামে ডাকো; এটিই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত।”

— সূরা আল-আহযাব : ৫

৩. জীবনের অধিকার

ইসলাম সন্তান হত্যা বা গর্ভপাতকে অন্যায়ভাবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।”

— সূরা আল-আনআম : ১৫১

৪. দুধপান ও লালন-পালনের অধিকার

শিশুর যথাযথ লালন-পালন ও মাতৃদুগ্ধ পান করানো সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।”

— সূরা আল-বাকারা : ২৩৩

এ আয়াতে শিশুর স্বাস্থ্য ও বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

৫. ভরণ-পোষণের অধিকার

সন্তানের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেন—

“মানুষের জন্য এ গুনাহই যথেষ্ট যে সে তার অধীনস্থদের অবহেলা করে।”

— সুনানে আবু দাউদ

৬. শিক্ষা লাভের অধিকার

সন্তানকে দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

রাসূল ﷺ বলেন—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”

— সুনানে ইবনে মাজাহ

শিক্ষার মধ্যে কুরআন শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা, আদব-আখলাক এবং প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত।

৭. ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাওয়ার অধিকার

সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

হযরত নু‘মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, তার পিতা তাকে বিশেষ উপহার দিলে রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন—

“তুমি কি তোমার সব সন্তানকে এভাবে দিয়েছ?”

তিনি বললেন, না।

তখন রাসূল ﷺ বলেন—

“আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।”

— সহীহ বুখারী

## ৮. ভালোবাসা ও স্নেহ পাওয়ার অধিকার

রাসূল ﷺ শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

“আমি রাসূল ﷺ অপেক্ষা শিশুদের প্রতি অধিক দয়ালু কাউকে দেখিনি।”

— সহীহ মুসলিম

তিনি হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে চুমু দিতেন এবং আদর করতেন।

অভিভাবকের দায়িত্বসমূহ

১. ঈমান ও আকীদার শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই তাওহিদ, ঈমান ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে।

হযরত লুকমান (আ.) তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন—

“হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম।”

— সূরা লুকমান : ১৩

২. নামাজের শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নামাজে অভ্যস্ত করতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ

৩. উত্তম চরিত্র গঠন

সন্তানকে সত্যবাদিতা, নম্রতা, শিষ্টাচার ও সততার শিক্ষা দিতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেন—

“পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার হলো উত্তম চরিত্র শিক্ষা।”

— সুনানে তিরমিযি

৪. হারাম ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা

অভিভাবকের দায়িত্ব হলো সন্তানকে খারাপ পরিবেশ, অশ্লীলতা ও মন্দ সঙ্গ থেকে রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা নিজেদের ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

৫. সুশিক্ষা ও দক্ষতা প্রদান

সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে সমাজের উপকারী মানুষ হতে পারে।

হযরত উমর (রা.) বলেন—

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের যুগ উপযোগী শিক্ষা দাও।”

৬. সন্তানের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণ

শাসনের ক্ষেত্রে কঠোরতা নয় বরং ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা অবলম্বন করা উচিত।

রাসূল ﷺ বলেন—

“যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।”

— সহীহ বুখারী

৭. বিবাহের ব্যবস্থা করা

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার চরিত্র রক্ষার জন্য উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করাও অভিভাবকের দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেন—

“যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সাথে বিবাহ দাও।”

— সুনানে তিরমিযি

সন্তান প্রতিপালনে রাসূল ﷺ এর আদর্শ

রাসূল ﷺ শিশুদের সালাম দিতেন, আদর করতেন, কাঁধে বহন করতেন এবং তাদের সাথে হাসি-আনন্দ করতেন। তিনি শিশুদের মনস্তত্ত্ব বুঝে আচরণ করতেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন—

“রাসূল ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।”

— সহীহ বুখারী

সন্তানের সুশিক্ষার গুরুত্ব

১. আদর্শ সমাজ গঠিত হয়।

২. পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. নৈতিক অবক্ষয় কমে যায়।

৪. দ্বীন ও ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়।

৫. সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়।

অবহেলার পরিণতি

যদি পিতা-মাতা সন্তানের সঠিক শিক্ষা ও যত্ন না নেয়, তবে সন্তান বিপথগামী হতে পারে। এর দায়ভার অভিভাবকদের উপরও বর্তাবে।

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং প্রত্যেককে তার পালিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ মুসলিম

## ৯. পারিবারিক বিরোধ ও সমাধান

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবারই একটি সুন্দর সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান। কিন্তু পারিবারিক জীবনে মতভেদ, ভুল বোঝাবুঝি, রাগ, অভিমান, আর্থিক সংকট, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদির কারণে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলাম পরিবারকে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। তাই কুরআন ও হাদিসে পারিবারিক বিরোধ নিরসনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক বিরোধের কারণসমূহ

১. দ্বীনের জ্ঞান ও তাকওয়ার অভাব

যখন পরিবারে আল্লাহভীতি ও ইসলামী শিক্ষার অভাব থাকে, তখন ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পায়। মানুষ নিজের অধিকার দাবি করে কিন্তু অন্যের অধিকার আদায় করতে চায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুর জন্য তিনি উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন।”

— সূরা আত-তালাক: ২

২. পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার অভাব

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সম্মান না করলে, কটু কথা বললে এবং অপমান করলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।”

— সূরা আন-নিসা: ১৯

৩. অর্থনৈতিক সমস্যা

অভাব-অনটন ও আর্থিক অস্থিরতা পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে। স্বামীর দায়িত্ব হলো পরিবারের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা।

আল্লাহ বলেনঃ

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে।"

— সূরা আত-তালাক: ৭

৪. রাগ ও ক্রোধ

অতিরিক্ত রাগ পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। অনেক সময় সামান্য বিষয় বড় বিরোধে রূপ নেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

— সহিহ বুখারি

৫. পরনিন্দা ও সন্দেহ

একজন আরেকজনের প্রতি অযথা সন্দেহ, গীবত ও অপবাদ পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে।

আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু ধারণা গুনাহ।"

— সূরা আল-হুজুরাত: ১২

ইসলামে পারিবারিক বিরোধ সমাধানের উপায়

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অর্জন

পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম উপায় হলো তাকওয়া। যখন পরিবার আল্লাহকে ভয় করবে, তখন তারা অন্যের হক নষ্ট করবে না।

আল্লাহ বলেনঃ

"তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট করো না।"

— সূরা আন-নিসা: ১

২. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

পরিবারে ধৈর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো ভুল ক্ষমা করে দিলে সম্পর্ক টিকে থাকে।

আল্লাহ বলেনঃ

“যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।”

— সূরা আলে ইমরান: ১৩৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

“যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।”

— সহিহ মুসলিম

৩. সুন্দর ভাষায় কথা বলা

কঠোর ভাষা বিরোধ বাড়ায়, আর নম্র ভাষা বিরোধ কমায়।

আল্লাহ বলেনঃ

“মানুষের সাথে উত্তম কথা বলো।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩

রাসূল ﷺ কখনো পরিবারের সদস্যদের সাথে অশোভন আচরণ করতেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম স্বামী।

তিনি বলেনঃ

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিযি

৪. পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান

ইসলাম পারিবারিক বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

“তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।”

— সূরা আশ-শূরা: ৩৮

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা ও সন্তান সবাই মিলে আলোচনা করলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

৫. সালিশ বা মধ্যস্থতা

যদি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ বেড়ে যায়, তাহলে উভয় পরিবারের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

“যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে একজন সালিশ পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন সালিশ নারীর পরিবার থেকে নিযুক্ত করো।”

— সূরা আন-নিসা: ৩৫

এটি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সমাধান পদ্ধতি।

৬. একে অপরের অধিকার আদায় করা

পারিবারিক অশান্তির বড় কারণ হলো অধিকার নষ্ট করা। ইসলাম প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করেছে।

স্বামীর দায়িত্ব

ভরণপোষণ দেওয়া

স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা

নিরাপত্তা প্রদান করা

স্ত্রীর দায়িত্ব

স্বামীর বৈধ আনুগত্য করা

সংসার রক্ষা করা

সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা

সন্তানের দায়িত্ব

পিতা-মাতার আনুগত্য করা

সম্মান করা

আল্লাহ বলেনঃ

“পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।”

— সূরা আল-ইসরা: ২৩

৭. গোপনীয়তা রক্ষা করা

পারিবারিক সমস্যা বাইরের মানুষের কাছে প্রকাশ করলে অনেক সময় বিরোধ আরও বেড়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

“কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে।”

— সহিহ মুসলিম

৮. তালাকে তাড়াহুড়া না করা

ইসলাম তালাককে বৈধ হলেও অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে দেখেছে। তাই বিরোধ হলেই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

“হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।”

— সুনানে আবু দাউদ

পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল ﷺ এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সদস্যদের সাথে অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন। তিনি স্ত্রীদের সাহায্য করতেন, সন্তানদের স্নেহ করতেন এবং কখনো কঠোর ব্যবহার করতেন না।

হাদিসে এসেছে,

“তিনি পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন।”

— সহিহ বুখারি

এ থেকে বোঝা যায়, পারিবারিক সুখের জন্য সহযোগিতা ও নম্রতা অত্যন্ত জরুরি।

পারিবারিক বিরোধের ক্ষতিকর প্রভাব

পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়

সন্তানদের মানসিক ক্ষতি হয়

আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয়

সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়

ইবাদতে মনোযোগ কমে যায়।

## ১০. তালাকের বিধান

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, দয়া ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাআলা বিবাহকে বৈধ করেছেন। কিন্তু কোনো কারণে যখন দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে যায় এবং একসাথে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন ইসলাম সর্বশেষ সমাধান হিসেবে তালাকের অনুমতি দিয়েছে। তবে তালাক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বৈধ কাজ।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“হালাল বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।”

— সুনানে আবু দাউদ

তালাকের সংজ্ঞা

“তালাক” শব্দের অর্থ হলো বন্ধন মুক্ত করা বা ছেড়ে দেওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী কর্তৃক বৈধ পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়।

কুরআনে তালাকের বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“তালাক দুইবার। তারপর হয় সুন্দরভাবে স্ত্রীকে রেখে দেবে অথবা সদ্ভাবে বিদায় দেবে।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২২৯

আরও বলেনঃ

“হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও...”

— সূরা আত-তালাক ৬৫:১

তালাক দেওয়ার আগে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম হঠাৎ তালাক দিতে উৎসাহ দেয় না। বরং ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছে।

১. উপদেশ দেওয়া

স্বামী প্রথমে স্ত্রীকে সুন্দরভাবে বুঝাবে।

“তোমরা তাদের উপদেশ দাও...”

— সূরা আন-নিসা ৪:৩৪

২. শয্যা পৃথক করা

যদি উপদেশে কাজ না হয়, তবে আলাদা শয্যায় থাকবে।

৩. মীমাংসার চেষ্টা

উভয় পরিবারের মধ্য থেকে সালিশ নিযুক্ত করতে হবে।

“তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল সৃষ্টি করবেন।”

— সূরা আন-নিসা ৪:৩৫

এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তালাকের দিকে যাওয়া বৈধ।

তালাক দেওয়ার সঠিক সময়

ইসলামে যেকোনো সময় তালাক দেওয়া বৈধ নয়। নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

যে সময় তালাক দেওয়া সুন্নতসম্মত

১. স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় থাকবে।

২. সেই পবিত্র সময়ে সহবাস করা হয়নি।

৩. এক তালাক দিতে হবে।

এটাকে "তালাকে আহসান" বা উত্তম তালাক বলা হয়।

যে সময় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ

১. মাসিক চলাকালীন তালাক

হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া গুনাহ।

২. পবিত্র অবস্থায় সহবাসের পর তালাক

যে তুহরে সহবাস হয়েছে, সেই সময় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ।

ইবনে উমর (রা.) স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় তালাক দিলে রাসূল ﷺ তাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বলেন।

— সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

তালাকের প্রকারভেদ

১. তালাকে আহসান (সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি)

পদ্ধতি

স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় থাকবে।

সেই সময় সহবাস করা হবে না।

একবার "তালাক" বলা হবে।

এরপর পুরো ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ইদ্দতের মধ্যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

বৈশিষ্ট্য

এটি সুন্নতসম্মত।

সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি।

২. তালাকে হাসান

পদ্ধতি

তিনটি পৃথক পবিত্র সময়ে একবার করে তালাক দেয়।

প্রতিটি তুহরে সহবাস ছাড়া তালাক দিতে হয়।

ফলাফল

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

৩. তালাকে বিদআত (নিষিদ্ধ পদ্ধতি)

যেমন—

একসাথে তিন তালাক দেওয়া।

মাসিক অবস্থায় তালাক।

একই তুহরে একাধিক তালাক।

এগুলো শরীয়তে গুনাহ ও অপছন্দনীয়।

একসাথে তিন তালাকের বিধান

কেউ যদি বলে—

“তোমাকে তিন তালাক”

অধিকাংশ ফকীহের মতে তিন তালাক কার্যকর হয়ে যায়। তবে এটি মারাত্মক গুনাহ ও বিদআত।

আধুনিক অনেক আলেম একে এক তালাক গণ্য করার মত দিয়েছেন, কিন্তু সতর্কতার জন্য মুসলিম সমাজে প্রচলিত ফিকহ অনুযায়ী তিন তালাককে কার্যকর ধরা হয়।

রজয়ী তালাক

যে তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাকে রজয়ী তালাক বলে।

কিভাবে ফিরিয়ে নেবে?

মুখে বলবে “আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম”

অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করবে।

সাক্ষী রাখা উত্তম।

বায়েন তালাক

যে তালাকের পর নতুন বিবাহ ও মোহর ছাড়া স্ত্রী ফিরে আসে না তাকে বায়েন তালাক বলে।

প্রকার

১. ছোট বায়েন

নতুন আকদ করলে ফিরে আসতে পারে।

২. বড় বায়েন

তিন তালাক পূর্ণ হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

তিন তালাকের পর বিধান

আল্লাহ বলেনঃ

“অতঃপর যদি সে তাকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ হয়।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২৩0

অর্থাৎ—

স্ত্রী অন্য পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করবে।

প্রকৃত দাম্পত্য জীবন হবে।

পরে যদি দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় বা মারা যায়, তখন আগের স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে।

হিল্লা প্রথার বিধান

শুধু আগের স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বিয়ে করা হারাম।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়ের উপর লানত করেছেন।”

— সুনানে তিরমিজি

ইদ্দতের বিধান

তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত

১. মাসিক হয় এমন নারী

তিন হায়েজ পর্যন্ত।

“তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২২৮

২. মাসিক হয় না

তিন মাস।

৩. গর্ভবতী নারী

সন্তান জন্ম পর্যন্ত।

“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের শেষ সময় সন্তান প্রসব।”

— সূরা আত-তালাক ৬৫:৪

ইদ্দতের সময় স্বামী-স্ত্রীর বিধান

১. স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করা যাবে না

“তোমরা তাদের ঘর থেকে বের করো না...”

— সূরা আত-তালাক ৬৫:১

২. ভরণপোষণ দিতে হবে

ইদ্দতের সময় স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্ব।

তালাকের পর সন্তানের হক

মায়ের অধিকার

ছোট সন্তানের লালন-পালনের অধিকার সাধারণত মায়ের বেশি।

বাবার দায়িত্ব

ভরণপোষণ

শিক্ষা

নিরাপত্তা

ইসলামী শরিয়তে তালাকের সময় ইসলামী আদব:

১. অপমান না করা

২. মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া

৩. দেনমোহর পরিশোধ করা

৪. সদাচরণ করা

আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা তাদেরকে সুন্দরভাবে বিদায় দাও।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২৩১

তালাকের ক্ষতিকর দিক

১. পরিবার ভেঙে যায়

২. সন্তানের মানসিক ক্ষতি হয়

৩. সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়

৪. নারীর নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে

তাই ইসলাম তালাককে শেষ সমাধান হিসেবে রেখেছে।

# ১১. খুলা ও ফাসখ

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন। তবে কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয় যে একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ইসলাম বিচ্ছেদের কিছু বৈধ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো "খুলা" এবং "ফাসখ"।

খুলা সাধারণত স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের আবেদন, আর ফাসখ হলো কাজী বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বাতিল করা। ইসলামী শরীয়তে উভয়েরই সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

খুলার পরিচয়

খুলা শব্দের অর্থ

"খুলা" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো খুলে ফেলা বা অপসারণ করা।

শরীয়তের পরিভাষায়— স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে তাকে "খুলা" বলা হয়।

সাধারণত স্ত্রী মোহর বা অন্য কিছু ফিরিয়ে দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে।

কুরআনে খুলার বিধান

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমাদের জন্য স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়; তবে যদি উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিয়ে মুক্তি নিলে উভয়ের কারো উপর কোনো গুনাহ নেই।"

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২২৯

এই আয়াতে খুলার বৈধতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হাদিসে খুলার প্রমাণ

সাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বললেন—

"আমি তার দ্বীন ও চরিত্রে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু আমি তাকে অপছন্দ করি।"

তখন রাসূল ﷺ বললেন—

"তুমি কি তার বাগান ফেরত দিবে?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

তখন রাসূল ﷺ সাবিত (রা.)-কে বললেন—

“বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।”

— সহিহ বুখারি

এ হাদিস খুলার মূল দলিল।

খুলার কারণসমূহ

নিম্নোক্ত কারণে স্ত্রী খুলা চাইতে পারে—

১. স্বামীর খারাপ আচরণ

অত্যাচার

গালিগালাজ

মারধর

২. স্বামীর প্রতি চরম অনাগ্রহ

যদি স্ত্রী স্বামীকে এতটাই অপছন্দ করে যে স্বামীর হক আদায় করতে না পারে।

৩. দ্বীনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা

৪. স্বামীর অবহেলা

ভরণপোষণ না দেওয়া

দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকা

খুলার পদ্ধতি

১. স্ত্রীর আবেদন

স্ত্রী স্বামীর কাছে বিচ্ছেদের আবেদন করবে।

২. বিনিময় নির্ধারণ

সাধারণত স্ত্রী মোহর ফেরত দেয়। তবে উভয়ের সম্মতিতে অন্য কিছুও হতে পারে।

৩. স্বামীর সম্মতি

স্বামী খুলা গ্রহণ করলে বিচ্ছেদ কার্যকর হয়।

খুলায় কত তালাক পতিত হয়?

অধিকাংশ আলেমের মতে খুলা হলো “বায়েন তালাক” অর্থাৎ—

বিচ্ছেদের পর স্বামী স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

পুনরায় সংসার করতে চাইলে নতুন মোহর ও নতুন আকদ লাগবে।

খুলার পর ইদ্দত

খুলাপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

প্রসিদ্ধ মত

এক হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

হাদিসে এসেছে—

রাসূল ﷺ খুলাপ্রাপ্ত নারীকে এক হায়েজ ইদ্দত পালন করতে বলেছেন।

— সুনানে তিরমিজি

তবে অনেক ফকীহ তিন হায়েজ ইদ্দতের মতও দিয়েছেন।

খুলার গুরুত্বপূর্ণ বিধান

১. জোরপূর্বক খুলা বৈধ নয়

২. স্ত্রীকে নির্যাতন করে মোহর ফেরত নেওয়া হারাম

আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না যাতে তাদেরকে দেওয়া কিছু সম্পদ ফিরিয়ে নিতে পারো।”

— সূরা আন-নিসা ৪:১৯

৩. খুলার পর নতুন বিবাহ সম্ভব

যদি উভয়েই রাজি হয়।

ফাসখের পরিচয়

ফাসখ শব্দের অর্থ

“ফাসখ” অর্থ বাতিল করা বা ভেঙে দেওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়— কাজী, ইসলামী আদালত বা শরীয়তসম্মত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল করাকে “ফাসখ” বলা হয়।

ফাসখের কারণসমূহ

১. স্বামীর নিখোঁজ হওয়া

দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ না থাকলে।

২. ভরণপোষণ না দেওয়া

৩. শারীরিক অক্ষমতা

৪. মারাত্মক রোগ

৫. নির্যাতন ও অত্যাচার

৬. দ্বীন থেকে বিচ্যুতি

যেমন— ইসলাম ত্যাগ করা।

কুরআনে ফাসখের মূলনীতি

আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আটকে রেখো না।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২৩১

আরও বলেনঃ

“অথবা সদ্ভাবে রেখে দাও, নয়তো সুন্দরভাবে বিদায় দাও।”

— সূরা আল-বাকারাহ ২:২২৯

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে অত্যাচারমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামে অনুমোদিত নয়।

হাদিসে ফাসখের প্রমাণ

রাসূল ﷺ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অভিযোগ শুনে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন।

যেমন—

প্রতারণা

শারীরিক ত্রুটি

অত্যাচার

এসব ক্ষেত্রে শরীয়ত নারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

ফাসখ কার্যকর হওয়ার পদ্ধতি

১. অভিযোগ উত্থাপন

স্ত্রী কাজী বা শরীয়ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবে।

২. তদন্ত ও সালিশ

উভয় পক্ষকে ডেকে মীমাংসার চেষ্টা করা হবে।

৩. সমস্যা প্রমাণিত হলে

কাজী বিবাহ বাতিল ঘোষণা করবেন।

ফাসখের পর বিধান

১. তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ ঘটে

২. এটি সাধারণত তালাক হিসেবে গণ্য হয় না

অনেক ফকীহের মতে এটি তালাকের সংখ্যা কমায় না।

৩. পুনরায় বিবাহ করা যায়

যদি উভয়ে সম্মত হয় এবং নতুন আকদ হয়।

ইসলামে নারীর অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম শুধু পুরুষকে তালাকের অধিকার দেয়নি; নারীকেও খুলা ও ফাসখের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে মুক্তির অধিকার দিয়েছে। এটি ইসলামের ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

## ১২. উত্তরাধিকার আইন

ইসলামে উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে, ইসলাম তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। পৃথিবীর অন্য যেকোনো আইনের তুলনায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ। এতে নারী, পুরুষ, শিশু, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী— সবার অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এজন্য একে "ফারায়েজ" বলা হয়।

উত্তরাধিকার আইনের পরিচয়

উত্তরাধিকার কী?

কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ, সম্পত্তি ও অধিকার শরীয়ত অনুযায়ী তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করাকে উত্তরাধিকার বলা হয়।

কুরআনে উত্তরাধিকার আইনের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন— একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।"

— সূরা আন-নিসা ৪:১১

আরও বলেনঃ

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীরও অংশ আছে।"

— সূরা আন-নিসা ৪:৭

এ আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই উত্তরাধিকারের অধিকার দিয়েছে।

উত্তরাধিকার আইনের উদ্দেশ্য

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

২. পারিবারিক দ্বন্দ্ব কমানো

৩. দুর্বল সদস্যদের অধিকার রক্ষা

৪. সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা

উত্তরাধিকার বণ্টনের পূর্বের করণীয়

মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের আগে চারটি কাজ করতে হয়—

১. দাফন-কাফনের খরচ

২. ঋণ পরিশোধ

৩. বৈধ ওসিয়ত বাস্তবায়ন

৪. অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন

ওসিয়তের বিধান

মানুষ তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করতে পারে।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক।”

— সহিহ বুখারি

ওয়ারিশের নামে ওসিয়ত বৈধ নয়, যদি অন্য ওয়ারিশরা অনুমতি না দেয়।

উত্তরাধিকারের কারণসমূহ

১. রক্ত সম্পর্ক

যেমন—

সন্তান

পিতা-মাতা

ভাই-বোন

২. বিবাহ সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়।

৩. ওয়ালার সম্পর্ক

(দাস মুক্ত করার সম্পর্ক; বর্তমানে প্রায় প্রযোজ্য নয়)

উত্তরাধিকার পাওয়ার শর্ত

১. উত্তরাধিকার দাতার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া

২. ওয়ারিশ জীবিত থাকা

৩. উত্তরাধিকারে বাধা না থাকা

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

১. হত্যাকাণ্ড

কেউ যদি উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য কাউকে হত্যা করে, তবে সে উত্তরাধিকার পাবে না।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“হত্যাকারীর জন্য কোনো উত্তরাধিকার নেই।”

— সুনানে ইবনে মাজাহ

২. ধর্ম ভিন্ন হওয়া

“মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।”

— সহিহ বুখারি

৩. দাসত্ব

(বর্তমানে কার্যত নেই)

নির্ধারিত অংশীদারগণ (আসহাবে ফারায়েজ)

যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত হয়েছে তাদের “আসহাবে ফারায়েজ” বলা হয়।

পিতার অংশ

সন্তান থাকলে

পিতা পাবে — ১/৬ অংশ।

সন্তান না থাকলে

পিতা অবশিষ্ট সম্পদের অংশীদার হবে।

মাতার অংশ

সন্তান থাকলে

মা পাবে — ১/৬ অংশ।

সন্তান না থাকলে

মা পাবে — ১/৩ অংশ।

স্বামীর অংশ

স্ত্রী সন্তান না রেখে মারা গেলে
স্বামী পাবে — ১/২ অংশ।
সন্তান থাকলে
স্বামী পাবে — ১/৪ অংশ।
আল্লাহ বলেনঃ
“তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান না থাকলে তোমরা তাদের সম্পদের অর্ধেক পাবে; আর সন্তান থাকলে এক-চতুর্থাংশ পাবে।”
— সূরা আন-নিসা ৪:১২
স্ত্রীর অংশ
স্বামীর সন্তান না থাকলে
স্ত্রী পাবে — ১/৪ অংশ।
সন্তান থাকলে
স্ত্রী পাবে — ১/৮ অংশ।
সন্তানের অংশ
ছেলে ও মেয়ে একসাথে থাকলে
একজন ছেলের অংশ দুইজন মেয়ের সমান।

শুধু মেয়ে থাকলে
এক মেয়ে
পাবে — ১/২ অংশ।
দুই বা ততোধিক মেয়ে
পাবে — ২/৩ অংশ।
ভাই-বোনের অংশ
যদি পিতা ও সন্তান না থাকে, তবে ভাই-বোন উত্তরাধিকারী হয়।
এক বোন
পাবে — ১/২ অংশ।
দুই বোন
পাবে — ২/৩ অংশ।
ভাই ও বোন একসাথে

ভাই দ্বিগুণ পাবে।

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর অংশ

পিতা-মাতা না থাকলে দাদা-দাদী বা নানা-নানী উত্তরাধিকার পেতে পারে। তাদের বিধান ফিকহের বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

ইসলাম আগমনের আগে নারীদের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। ইসলাম নারীদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করেছে।

আল্লাহ বলেনঃ

“পুরুষদের জন্য অংশ আছে এবং নারীদের জন্যও অংশ আছে।”

— সূরা আন-নিসা ৪:৭

কেন পুরুষের অংশ বেশি হয়?

সব ক্ষেত্রে নয়, কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ বেশি পায় কারণ—

১. পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষের দায়িত্ব

২. মোহর প্রদান পুরুষের দায়িত্ব

৩. স্ত্রী-সন্তানের খরচ পুরুষ বহন করে

অন্যদিকে নারীর সম্পদ তার নিজের অধিকার।

উত্তরাধিকার বণ্টনে অবিচারের পরিণতি

অন্যায়ভাবে কাউকে বঞ্চিত করা বড় গুনাহ।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি কোনো ওয়ারিশকে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের অংশ থেকে বঞ্চিত করবেন।”

— সুনানে ইবনে মাজাহ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

১. জীবিত অবস্থায় সম্পদ বণ্টন

মানুষ জীবিত অবস্থায় কাউকে হিবা (দান) করতে পারে, তবে ন্যায় বজায় রাখা জরুরি।

২. মেয়েদের বঞ্চিত করা হারাম

গ্রাম সমাজে প্রচলিত এ অন্যায় ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৩. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ হারাম

আল্লাহ বলেনঃ

“যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ভরে।”

— সূরা আন-নিসা ৪:১০

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহ নির্ধারিত আইন

২. পূর্ণ ন্যায়বিচার

৩. নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার নিশ্চিত

৪. পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা

৫. সম্পদ কেন্দ্রীকরণ রোধ।

## ১৩. বহুবিবাহ: বিধান ও বাস্তবতা

ইসলামে পারিবারিক জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসম জীবনব্যবস্থা। বিবাহ শুধু সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহ (বহুবিবাহ) বৈধ রাখা হয়েছে, তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়; বরং সীমাবদ্ধ ও শর্তযুক্ত একটি অনুমতি।

১. বহুবিবাহের বিধান (কুরআনের আলোকে)

ইসলামে বহুবিবাহের মূল দলিল হলো সূরা আন-নিসা:

“তোমরা নারীদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদেরকে দুই, তিন বা চারজন পর্যন্ত বিবাহ করতে পারো। কিন্তু যদি তোমরা ন্যায়বিচার করতে না পারো, তবে একজনই...”

(সূরা আন-নিসা: ৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়—

একাধিক বিবাহ অনুমোদিত (জায়েয)

সর্বোচ্চ সীমা চারজন স্ত্রী

শর্ত হলো ন্যায়বিচার করা

ন্যায়বিচার না পারলে একজন স্ত্রীই উত্তম

২. ন্যায়বিচারের শর্ত

ইসলামে বহুবিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার।
কুরআনের নির্দেশ:
“তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন, নারীদের মাঝে পুরোপুরি ন্যায় করতে পারবে না...”
(সূরা আন-নিসা: ১২৯)
ব্যাখ্যা:
ভালোবাসা বা অনুভূতি পুরোপুরি সমান রাখা সম্ভব নয়
কিন্তু খরচ, সময়, বাসস্থান, অধিকার—এগুলোতে সমতা বজায় রাখা ফরজ
যে ব্যক্তি ন্যায় করতে পারবে না, তার জন্য একাধিক বিবাহ বৈধ নয়
৩. রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ ও বাস্তবতা
নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজেও একাধিক বিবাহ করেছেন, তবে তাঁর প্রতিটি বিবাহ ছিল:
সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য
বিধবা নারীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য
ইসলামি সমাজ গঠনের জন্য
তাঁর জীবনে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ উদাহরণ পাওয়া যায়।
৪. হাদিসের আলোকে বহুবিবাহ
রাসূল (সা.) বলেছেন:
“যার দুইজন স্ত্রী আছে এবং সে তাদের একজনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন তার শরীরের অর্ধেক অংশ বাঁকা অবস্থায় উঠবে।”
(আবু দাউদ)
শিক্ষা:
পক্ষপাতিত্ব করা বড় গুনাহ
দায়িত্বে অবহেলা করলে কঠিন শাস্তি রয়েছে
ন্যায়বিচার শুধু আইন নয়, এটি নৈতিক দায়িত্ব
৫. বহুবিবাহের উদ্দেশ্য (ইসলামি দৃষ্টিতে)
ইসলামে বহুবিবাহ কোনো ভোগবাদী ব্যবস্থা নয়। এর উদ্দেশ্য হলো:
বিধবা ও অসহায় নারীদের সুরক্ষা
সমাজে ভারসাম্য রক্ষা
অনৈতিক সম্পর্ক থেকে মানুষকে রক্ষা

পরিবারহীন নারীদের মর্যাদার সাথে জীবন দেওয়া

৬. বহুবিবাহের শর্তসমূহ

ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী বৈধ হওয়ার জন্য শর্তগুলো হলো:

ন্যায়বিচার করা (আর্থিক ও সামাজিকভাবে)

স্ত্রীদের অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করা

প্রতারণা বা জুলুম না করা

সক্ষমতা থাকা (আর্থিক ও মানসিক)

ক্ষতি বা অশান্তি সৃষ্টি না করা

৭. বাস্তবতা ও সমাজে প্রভাব

ইতিবাচক দিক:

কিছু ক্ষেত্রে নারীর সুরক্ষা বৃদ্ধি পায়

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীর নিরাপত্তা

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা

নেতিবাচক দিক (ভুল প্রয়োগে):

ন্যায় না করার কারণে পারিবারিক অশান্তি

মানসিক কষ্ট ও দ্বন্দ্ব

সামাজিক ভুল ধারণা তৈরি

৮. ইসলাম কী বলে—সঠিক অবস্থান

ইসলাম বহুবিবাহকে:

বাধ্যতামূলক করেনি

সাধারণ নিয়মও করেনি

বরং শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দিয়েছে

অর্থাৎ মূলনীতি হলো—

“ন্যায় করতে পারলে অনুমতি আছে, না পারলে এক স্ত্রীই উত্তম”

# ১৪.আধুনিক সমাজে পারিবারিক সমস্যা

পরিবার হলো সমাজের মৌলিক ভিত্তি। ইসলাম পরিবারকে শান্তি, ভালোবাসা ও দয়ার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক চাপ, মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেক জায়গায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবারে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

১. পরিবারের গুরুত্ব ইসলামে

ইসলামে পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআনের নির্দেশ:

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

(সূরা আর-রূম: ২১)

শিক্ষা:

পরিবার শান্তির কেন্দ্র

ভালোবাসা ও দয়া পারিবারিক জীবনের ভিত্তি

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আল্লাহর নিদর্শন

২. আধুনিক সমাজে প্রধান পারিবারিক সমস্যাসমূহ

(ক) দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি

আজকাল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহনশীলতার অভাব দেখা যায়।

কারণ:

ধৈর্যের অভাব

যোগাযোগের ঘাটতি

অর্থনৈতিক চাপ

অবিশ্বাস ও সন্দেহ

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

“তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”

(সূরা আন-নিসা: ১৯)

ইসলাম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ দেয়, বিচ্ছেদের নয়।

(খ) সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়

অনেক পরিবারে সন্তানরা সঠিক ইসলামি শিক্ষা পাচ্ছে না।

কারণ:

মোবাইল ও ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার

অভিভাবকের ব্যস্ততা

ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

হাদিস:

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(সহিহ বুখারি)

অভিভাবক সন্তানদের নৈতিক গঠনের জন্য দায়িত্বশীল।

(গ) পারিবারিক যোগাযোগের অভাব

একই পরিবারে থেকেও সদস্যরা দূরে দূরে থাকে।

কারণ:

স্মার্টফোনে অতিরিক্ত সময়

ব্যস্ত জীবন

আবেগহীন সম্পর্ক। ফলে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া কমে যায়।

(ঘ) অর্থনৈতিক চাপ

আধুনিক জীবনে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারে চাপ সৃষ্টি হয়।

ফলাফল:

ঝগড়া বৃদ্ধি

মানসিক অশান্তি

সম্পর্ক দুর্বল হওয়া

ইসলামি শিক্ষা:

“আল্লাহ কোনো আত্মার উপর তার সামর্থ্যের বেশি বোঝা চাপান না।”

(সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

(ঙ) পারিবারিক সহনশীলতার অভাব

ছোট ছোট বিষয়ে রাগ, অভিযোগ ও বিচ্ছেদ দেখা যায়।

হাদিস:

“সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

(তিরমিজি)

পরিবারে উত্তম আচরণই প্রকৃত ইসলামী চরিত্র।

(চ) প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব

সময় নষ্ট

পরস্পরের প্রতি অবহেলা

অবিশ্বাস সৃষ্টি

অশ্লীলতা ও বিভ্রান্তি

৩. ইসলামি সমাধানসমূহ

(১) তাকওয়া ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধি

যদি মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, তবে পরিবারে অন্যায় কমে যাবে।

(২) সুন্দর আচরণ ও ধৈর্য

“আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

(সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)

(৩) পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়া

ইসলাম পরিবারে পরামর্শ (শূরা) করার নির্দেশ দেয়।

(৪) সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা

কুরআন শিক্ষা

নৈতিকতা শিক্ষা

ভালো চরিত্র গঠন

(৫) স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায়

ইসলাম উভয়ের অধিকার সঠিকভাবে আদায়ের নির্দেশ দেয়।

(৬) রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমাশীলতা

হাদিসে এসেছে:

“শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে কুস্তিতে জেতে, বরং সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।”

(সহিহ বুখারি)

৪. ইসলামি দৃষ্টিতে আদর্শ পরিবার

একটি আদর্শ পরিবার হলো:

যেখানে ভালোবাসা আছে
যেখানে ন্যায়বিচার আছে
যেখানে আল্লাহর স্মরণ আছে
যেখানে সন্তানরা নৈতিকভাবে গড়ে ওঠে
যেখানে ঝগড়া কম এবং সমাধান বেশি।

## ১৫.ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য

ইসলামে পরিবার শুধু একটি সামাজিক কাঠামো নয়; বরং এটি একটি ইবাদতপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। একটি সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো আদর্শ পরিবার। ইসলাম পারিবারিক জীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছে, যেখানে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ব, ন্যায়বিচার ও শান্তি একসাথে বিদ্যমান থাকে।
১. ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি: ভালোবাসা ও দয়া
কুরআনের নির্দেশ:
“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”
(সূরা আর-রূম: ২১)
শিক্ষা:
পরিবার হলো শান্তির আশ্রয়
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা ও করুণার ভিত্তিতে
সম্পর্ক জোর-জবরদস্তির নয়, বরং হৃদয়ের বন্ধন
২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব
ইসলামে উভয়ের অধিকার স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
কুরআনের নির্দেশ:
“তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”
(সূরা আন-নিসা: ১৯)
সৌন্দর্য:

স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বে
স্ত্রী স্বামীর ঘর ও সম্মান রক্ষায় দায়িত্বশীল
উভয়ে একে অপরের সহায়ক
৩. পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা
ইসলাম পরিবারকে সংঘাতের নয়, শান্তির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে।
হাদিস:
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”
(তিরমিজি)
শিক্ষা:
পরিবারে ভালো আচরণই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়
রাগ নয়, সহনশীলতা সম্পর্ককে মজবুত করে
৪. সন্তানের প্রতি দয়া ও দায়িত্ব
ইসলামে সন্তান শুধু দুনিয়ার সম্পদ নয়, বরং আমানত।
হাদিস:
“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
(সহিহ বুখারি)
সৌন্দর্য:
সন্তানকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া
স্নেহ ও শাসনের ভারসাম্য রাখা
নৈতিক ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা
৫. পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি: ইনসাফ ও ন্যায়বিচার
ইসলাম সব সম্পর্কেই ন্যায়বিচারকে বাধ্যতামূলক করেছে।
কুরআনের নির্দেশ:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।”
(সূরা আন-নাহল: ৯০)
সৌন্দর্য:
কারো প্রতি অবিচার নেই
প্রতিটি সদস্যের অধিকার সংরক্ষিত

পরিবারে ভারসাম্য বজায় থাকে

৬. পারস্পরিক পরামর্শ (শূরা) ব্যবস্থা

ইসলামী পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় পরামর্শের মাধ্যমে।

কুরআনের নির্দেশ:

“তারা নিজেদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শে সম্পন্ন করে।”

(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

সৌন্দর্য:

স্বৈরাচারী মনোভাব নেই

পরিবারের সবাইকে গুরুত্ব দেওয়া হয়

সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে

৭. ক্ষমা ও ধৈর্যের শিক্ষা

ইসলামী পরিবারে ধৈর্য ও ক্ষমা একটি বড় সৌন্দর্য।

কুরআনের নির্দেশ:

“আর যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।”

(সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

সৌন্দর্য:

ছোট ভুল ক্ষমা করা

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা

ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া

৮. রিজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব

ইসলাম পরিবারে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

কুরআনের নির্দেশ:

“আল্লাহ কোনো আত্মার উপর তার সামর্থ্যের বেশি বোঝা চাপান না।”

(সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

সৌন্দর্য:

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

পরিবারের চাহিদা পূরণে দায়িত্ববোধ

৯. আদর্শ পরিবার গঠনের ফলাফল
একটি ইসলামী পরিবার:
শান্তিপূর্ণ হয়
নৈতিকভাবে উন্নত হয়
সন্তানরা সৎ ও দায়িত্বশীল হয়
সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

## উপসংহার :

পরিবার মানবসমাজের মৌলিক ভিত্তি এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের প্রধান মাধ্যম। ইসলামী পারিবারিক আইন পরিবারকে সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল ও কল্যাণমুখী করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রদান করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রণীত এ আইন বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য, সন্তান প্রতিপালন, উত্তরাধিকার, তালাক এবং পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো পরিবারে ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া, বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, পারিবারিক কলহ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মতো নানা সমস্যার সমাধানে ইসলামী পারিবারিক আইনের গুরুত্ব আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করলে পরিবারে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলামী পারিবারিক আইন কেবল কিছু আইনি বিধানের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। তাই মুসলিম সমাজে একটি আদর্শ ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পারিবারিক আইন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, এর সঠিক বাস্তবায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী পারিবারিক আইনের যথাযথ অনুসরণ পারিবারিক সুখ, সামাজিক স্থিতি এবং পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

Al-Quran
Sahih al-Bukhari
Sahih Muslim
Jami at-Tirmidhi
Sunan Abu Dawud
ইসলামী পারিবারিক আইন
বিয়ে ও তালাকের শরয়ী রুপরেখা